দৈনিক সংবাদ

তারিখ ...30 SEP 1988...
পৃষ্ঠা... ... ...কলাম ৪ ...

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীর ক্যাটালগ আধুনিকীকরণের কাজ বন্ধ

(বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা)

• একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার অর্থসাহায্যে দু'মাস প্রশিক্ষণ-দানের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে ক্যাটালগ আধুনিকীকরণের কাজ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে এবং এর প্রতিবাদে লাইব্রেরিয়ান পদত্যাগ করেছেন বলে জানা গেছে।

সর্বশেষ হিসেব অনুযায়ী এ পর্যন্ত এক লাখেরও বেশী বই লাইব্রেরী থেকে হারিয়ে গেছে বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

ক্যাটালগ আধুনিকীকরণ

১৯৭২ সাল থেকে ১৯৮৬ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে কোন

(৭-এর পাতায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

(১ম পাতার পর)

স্থায়ী লাইব্রেরিয়ান ছিলেন না। এই দীর্ঘ প্রায় ১৪ বছর পর উক্ত সেপ্টেম্বর মাসেই একজন পেশাদার লাইব্রেরিয়ান হিসেবে ডঃ মোফাখখার হুসেইন খান লাইব্রেরীতে যোগ দেন। তার উদ্যোগে ১২ই ডিসেম্বর '৮৬ থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারী '৮৭ পর্যন্ত ক্যাটালগ আধুনিকীকরণের ওপর সংশ্লিষ্ট কর্মচারীদের এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে এশিয়া ফাউণ্ডেশনের ঢাকা অফিস তাদের খরচে দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাটালগারদের উক্ত প্রশিক্ষণ দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রার্থনা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে চিঠি দিলে উপাচার্য অধ্যাপক আবদুল মান্নান ফাউণ্ডেশনের এই উদ্যোগকে অভিনন্দিত করে প্রশিক্ষণের ব্যাপারে সম্ভাব্য সকল সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও বহিঃসম্পদ বিভাগের অনুমতি নিয়ে গত বছরের নভেম্বর থেকে চলতি বছরের জানুয়ারী পর্যন্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরীতে উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। এতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট ২৩ জন ক্যাটালগার অংশ নেন এবং এ জন্য এশিয়া ফাউণ্ডেশনের ১ লাখ ৩৮ হাজার টাকা খরচ হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচীর উদ্বোধন করেন।

প্রশিক্ষণ শেষে অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের মত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও ক্যাটালগ আধুনিকীকরণের কাজ শুরু হয়। ১০ হাজারেরও বেশী বইয়ের ক্যাটালগ তৈরী হয়ে যাবার পর গত ৩০শে মে লাইব্রেরী কমিটির এক সভায় আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাটালগ করার কাজ বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। কারণ হিসেবে বলা হয়, এদেশে এ পদ্ধতি গ্রহণের সময় এখনো আসেনি।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, লাইব্রেরীতে ক্যাটালগ আধুনিকীকরণের লক্ষ্য ছিল হারিয়ে যাওয়া বইগুলো নির্ণয় করা, নতুন বই কেনার ক্ষেত্রে পুনরাবৃত্তি রোধ, পুরো লাইব্রেরীকে কম্পিউটারের অধীনে আনা এবং সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীর বইয়ের নাম সম্বলিত 'ইউনিয়ন ক্যাটালগ' তৈরী।

আধুনিক পদ্ধতিতে ক্যাটালগ তৈরীর কাজ বন্ধের সিদ্ধান্তের পর লাইব্রেরিয়ান ডঃ খান ১লা আগষ্ট পদত্যাগপত্র পেশ করেন। সিণ্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে তার পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়েছে বলে ৩১শে আগষ্ট কর্তৃপক্ষ তাকে চিঠি দিয়েছেন বলে জানা গেছে।

লাইব্রেরীতে অব্যবস্থা

জানুয়ারী '৮৭ তারিখে লাইব্রেরীর অবস্থা সম্পর্কে উপাচার্যের কাছে যে রিপোর্ট লাইব্রেরিয়ান জমা দেন তাতে উল্লেখ করা হয় যে, খাতাপত্রের হিসেব অনুযায়ী লাইব্রেরীর মোট বইসংখ্যা ৪লাখ ৭৫হাজার ১৬৫। ঢাকা কলেজের যে ১৮ হাজার বই নিয়ে লাইব্রেরী প্রথম চালু করা হয়েছিল তার মধ্যে ১২ হাজার ৫শ'টির নাম খাতায় তোলা হয়নি। এগুলোসহ লাইব্রেরীতে মোট বই থাকার কথা ৪ লাখ ৮৭ হাজার ৬৬৫টি। কিন্তু গুণে দেখা গেছে প্রকৃতপক্ষে লাইব্রেরীতে এখন আছে ৩লাখ ৮৬ হাজার ৩৩৯টি বই। সুতরাং এ পর্যন্ত হারানো বইয়ের সংখ্যা ১লাখ ১হাজার ৩২৬। এ ছাড়া বইয়ের তালিকা সম্বলিত রেজিষ্টার খাতা হারিয়েছে ১১টি। যে ১ লাখ বই হারিয়ে গেছে সেগুলো কি বই কোথাও তার কোন উল্লেখ নেই। রিপোর্টে আরো বলা হয় যে, লাইব্রেরীর মোট বইয়ের প্রায় অর্ধেক সং[illegible]কের তালিকাকরণ ও শ্রেণীকর[illegible]ক হয়নি এবং অযত্নের কার[illegible] প্রায় ১ লাখ বইয়ের অবস্থা খুব খারাপ।